EPISODE : 46- **Indian Experiences of Extreme Weather in recent Past**

**সাইন্স কম্যুনিকেটরস ফোরামের পক্ষে ড.অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়**

## চরিত্র বিশ্লেষণ

**রোদ্দুর–** (বয়স ৩০ বছর) সাংবাদিক ।(পুরুষ কন্ঠ)

**ঝর্ণা–** (বয়স৬০ বছর)রোদ্দুরের মা ।(মহিলাকন্ঠ)

**মৌসুমি–** (বয়স ৪০ বছর) বাড়ির কাজের লোক ।

**ভোলা**–(বয়স ৫০ বছর) সূর্যর বাবার আমল থেকে আছে, বাড়ির কাজের লোক ।এখন গ্রামের বাড়ি দেখাশনা করে

**আকবর :** (বয়স ৫২ বছর) গাঁয়ের মাথা।
**জনৈক (১)** : বয়স ৪০ বছর
**জনৈক (২)** : বয়স ৫০ বছর
**ছক্কা–**তাসের দেশ এর **চরিত্র (স্বপ্নের মধ্যে আগমন)**
**পঞ্জাঃ**–তাসের দেশ এর **চরিত্র (স্বপ্নের মধ্যে আগমন)**
**বেতার সংবাদ পাঠক**–মহিলা /পুরুষ কন্ঠ

**বেতার ঘোষক –** মহিলা /পুরুষ কন্ঠ

**(প্রথমদৃশ্য)**

**( কলিংবেল বাজে, দরজা খোলে)**

**ঝর্ণা** : বাবা! আজকে তো একেবারে রাত সাড়ে এগারোটা বাজিয়ে এলি। এভাবে কি শরীর টিকবে রে, **রোদ্দুর**?

**রোদ্দুর** : টিকবে, মা। টিকবে। শরীর চর্চা কি সাধে করি! টেকাবার জন্যেই করি।

**ঝর্ণা** : যা যা, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে আয়। আমি খাবার দিচ্ছি। (গজগজ) কে যে এতো টাকা খাবে, কে জানে। আমার কথা তোরা শুনলে তো। তোদের বাবা যেমন আমাকে না জিজ্ঞেস করে এটা সেটা করে বেড়াতো, তুই ও তেমন। তোদেরকে সামলাতে সামলাতে আমার তিনকাল চলে গেলো। আমি একেবারে চলে গেলে বুঝবি।

**রোদ্দুর** : অত সহজ নয়, মা। তোমার ছেলে যমের সাথে লড়তে শিখে গেছে। বাবাকে আটকাতে পারিনি। কিন্তু আজ তোমার রোদ্দুর সাংবাদিক।ডাক্তার,হাসপাতাল,অনেক যোগাযোগ।আজেবাজে ঘটনার মুখোমুখি যে একেবারে হৈ না, তা নয়। তবে সে তো হবেই। সব কাজেরই একটা রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে। ফলে তোমার মরা হচ্ছে না। আর বাবার কথা বলছো? বাবা নিজের মতো চলতো! না মা। তোমাকে নিয়ে বাবার ভাবনা ছিল। মানুষটা তোমাকে একটু দুঃখ পেতে দিয়েছে কি? তুমি শহরের মেয়ে বলে গ্রামের বাড়ি ছেড়ে, নিজের বাবা-মাকে ছেড়ে এই ছোট্ট বাড়ি বানিয়েছিল। তার নিজের বাবা-মা সেই ঝড়খালির গ্রামের বাড়িতেই কাটিয়েছে। সেটা ভুলে গেলে চলবে?

**ঝর্ণা** : সেই কথাই তো বলছি। তোর বাবাকে কত বারন করলাম, এটা করো না। ভালো দেখায়না।আমার নিন্দে হবে। কিন্তু শুনেছিল? আর তুই, এতো টাকা উপার্জন করছিস, কিন্তু কী হবে? কার জন্যে করছিস? বিয়ে তো আজও করলি না। তোর নাকি কোনো মেয়ে চোখে পরে না। এভাবে চলে! তোকে একা ফেলেই আমাকে চলে যেতে না হয়।

**ঝর্ণা** : এবারে আমার একটা কথা শোন, বাবা।

**রোদ্দুর** : বাড়িতে থাকি তাও মাত্র তুমি আর আমি। কার কথা আমি আর শুনি বলো তো? এইতিরিশটা বছর ধরে তুমিই তো সব শোনাচ্ছো। বলো, কী বলবে। তবে, একটা কথা। এতো রাতে কিন্তু বিয়ের কথা বলতে নেই, মা। বিয়ে ঘুচে যায়।

**ঝর্ণা** : চুপ কর তুই। শোন। তোর বাবা একমাত্র চিন্তা করতে করতে চলে গেলেন অকালে। তারকথা তুই শুনিসনি। এবারে মায়ের কথাটা তো শোন। তুই ঝড়খালির বাড়ী-জমিগুলো নিয়ে ভাব। একবার ভাব। বাপ-ঠাকুরদার কষ্টে করা জিনিস। তারা কিন্তু কাউকে মেরে করেনি। আর কম তো নয়। অত বড় বাড়ি, উঠুন, চৌহদ্দি, চাষের জমি, পুকুর--- এ সব যে যাবে, বাবা। ভোলা কতদিন সৎ থাকবে, বল! পার্টিগুলো নানা আকথা-কুকথা শেখাচ্ছে হরদম। কী সব, লাঙ্গল যার, জমি তার.... এই সব। এতে পূর্ব-পুরুষের অভিসম্পাত লাগে যে রে। তাদের আত্মা সেখানেই যে ঘুরে বেড়ায়। তারা চান, তাদের জিনিস তাদের উত্তরপুরুষের হাতে তুলে দিতে। তাদের যে মুক্তি হচ্ছে না, বাবা।

**রোদ্দুর** : এই কথা? আমি তোমার কথা শুনি না! এই অপবাদ! আজকেই ফোন করছি। ভোলাদা একটা ফোন নম্বর দিয়েছিল বাবার কাজে এসে। যদি যোগাযোগ করতে-টরতে হয়। আমি রেখে দিয়েছি সেই নম্বর। আজকে সেটাই কাজে লাগবে। দাঁড়াও। (ফোন করে) কে? ভোলাদা?... ভোলাদা, আমি রোদ্দুর। রো-দ্দু-র। তোমাদের সূর্য রায়ের ছেলে সাংবাদিক রোদ্দুর...।

এবার চিনেছো?... তুমি তো এই নম্বরটা আমাকে দিয়েছিলে।.... তাই ফোন করলাম। তোমরা সকলে কেমন আছো?.... গ্রামের সবাই?.... বাঃ। বেশ। একটা কথা ছিল, ভোলাদা।.... আমাদের জমি, বাড়ি এইসবের কোনো খদ্দের পাওয়া যায়?..... আমি বলছি, তোমার উপস্থিতিতে আমি বাবার ইচ্ছে মতো ঐ সব সম্পত্তি ভাল কোনো খদ্দেরকে বিক্রি করে দিতে চাই।... তোমার ঘাড় থেকেও বোঝা নামে, আমার মা-ও একটু নিশ্চিন্ত হন।.... কী, খারাপ বললাম?.... তুমি তো আমাকে এ ব্যাপারে তাগাদা দিচ্ছিলেই। এবারে সিদ্ধান্ত নিলাম।.... তোমার চেনা কোনো খরিদ্দারকেই বিক্রি করে দেবো। ব্যবস্থা হয়?..... বাঃ।.... তাহলে আমাকে একটা ফোন করবে। কোনো ব্যবস্থা হলে আমি চলে যাবো, আর ফাইনাল করে আসবো। তোমরা সবাই সাবধানে থেকো। কোনো সমস্যা হলে আমাকে এই নম্বরে যোগাযোগ কোরো। কেমন? রাখি? আচ্ছা। কী, মা, খুশি?

**ঋর্ণা** : এবারে তোর বাবার আত্মা একটু শান্তি পাবে। আমার খুব চিন্তা ছিল।

**রোদ্দুরঃ**তুমি আমার কথা রেখেছো, আমিও রাখছি।

**ঋর্ণা** : আমি আবার কোন কথা রাখলাম?

**রোদ্দুর** : ঐ যে, বিয়ের কথা তুললে না।

**ঋর্ণা** : পাগল ছেলে ( হাসি )

**রোদ্দুর** : মা, তুমি মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও। আমি ঘুমোই। কেমন?

**(মিউজিক)**

---

**(দৃশ্যান্তর। স্বপ্ন)**

**(দ্বিতীয় দৃশ্য)**

**রোদ্দুর** : **গান (তাসের দেশ)**

এলেম নতুন দেশ
তলায় গেল ভগ্ন তরী, কূলে এলেম ভেসে।
অচিন মনের ভাষা
শোনাবে অপূর্ব কোন্ আশা,
বোনাবে রঙিন সুতোয় দুঃখসুখের জাল,
বাজবে প্রাণে নতুন গানের তাল,
নতুন বেদনায় ফিরব কেঁদে হেসে।
নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।
যৌবনেরি নবোচ্ছ্বাসে

ফাগুনমাসে
বাজবে নূপুর ঘাসে ঘাসে,
মাতবে দখিনবায়
মঞ্জরিত লবঙ্গলতায়
চঞ্চলিত এলোকেশে॥

**ঝর্ণা**: রোদ্দুর, তোর গানের সুরে কথাটা শোনাচ্ছে ভালো। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে যৌবনের নবীন রূপ দেখলি কোথায়? চারি দিকটা তো একবার ঘুরে এসেছি। এই মরা দেশকে কি বলে নতুন দেশ!

**রোদ্দুর**: মা, এর থেকেই বুঝবে, জিনিসটা সত্যি নয়, এটা বানানো, এটা উপর থেকে চাপানো, এদের দেশের পণ্ডিতদের হাতে গড়া খোলস। আমরা এসেছি কী করতে— খসিয়ে দেব। ভিতর থেকে প্রাণের কাঁচা রূপ যখন বেরিয়ে পড়বে.....

**ঝর্ণা**: আমরা সাধারন মানুষ, যা পষ্ট দেখি তার থেকেই দর যাচাই করি। আর, যা দেখতে পাইনা তারই উপর ...। ঐ দেখ-না, এই দিকেই আসছে— এ যেন মরা দেহে ভূতের নৃত্য।

**রোদ্দুর**: একটু সরে দাঁড়ানো যাক। দেখি-না কাণ্ডটা কী।

( তাসের দলের প্রবেশ -তাসের কাওয়াজ- গান)

তোলন নামন
পিছন সামন,
বাঁয়ে ডাইনে
চাই নে চাই নে,
বোসন ওঠন,
ছড়ান গুটন,
উলটো-পালটা
ঘূর্ণি চালটা—

**ঝর্ণা**: দেখ ব্যাপারটা! লাল উর্দি, কালো উর্দি, উঠছে পড়ছে, শুচ্ছে বসছে, একেবারে অকারণে— ভারি অদ্ভুত। হি হি হি হি হি হি হি হি

**ছক্কা**: এ কী ব্যাপার! হাসি!

**পঞ্জা**: লজ্জা নেই তোমাদের! হাসি!

**ছক্কা**: নিয়ম মান না তোমরা! হাসি!

**রোদ্দুর**: হাসির তো একটা অর্থ আছে। কিন্তু, তোমরা যা করেছিলে তার অর্থ নেই যে।

**ছক্কা**: অর্থ? অর্থের কী দরকার। চাই নিয়ম। এটা বুঝতে পার না? পাগল নাকি তোমরা!

**রোদ্দুর**: খাঁটি পাগল তো চেনা সহজ নয়। চিনলে কী করে?
**পঞ্চা:** চালচলন দেখে।এবার তোমাদের পরিচয়টা?
**রোদ্দুর**: আমরা বাঙালি।....ভারতীয়।মানে পৃথিবীর বাসিন্দা আরকি...।

**পঞ্চা:** বাস্। আর, বলতে হবে না। তার মানে, তোমাদের কোনও নিয়ম নেই।
**ঝর্ণা**:এখন তোমাদের পরিচয়টা?
**ছক্কা:** আমরা ভুবনবিখ্যাত তাসবংশীয়। আমি ছক্কা শর্মণ।
**পঞ্চা:** আমি পঞ্চা বর্মণ।
**রোদ্দুর**: ঐ যারা সংকোচে দূরে দাঁড়িয়ে?

**ছক্কা:** ও তিতলি।
**রোদ্দুর**:তিতলি ! ২০১৮ সালে উত্তর ভারত মহাসাগরে সৃষ্টি হওয়া ঘূর্ণিঝড় । তিতলির অর্থ প্রজাপতি। ক্রান্তীয় সাইক্লোন তিতলির নাম দিয়েছে পাকিস্তান। এটি আঘাত হানে ১১ অক্টোবর ভারতের উড়িষ্যা ও অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে। তিতলির গতিবেগ ছিল ১৪০ থেকে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত।

**পঞ্চা:** ঠিক তাই।আর, ও আইলা

**রোদ্দুর**:আইলা ! ২০০৯ সালে ২৫ মে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে ও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় আইলা। এতে ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়, জলোচ্ছাস হয় ৬-৭ ফুট উচ্চতায়, কয়েকশ মাছের ভেড়ি ভেসে যায়, কয়েক হাজার হেক্টর ফসল নষ্ট হয়, প্রাণ হারান বহু মানুষ। বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় বিস্তীর্ণ জনপদ।

**ছক্কা:**ও , সিডর
**রোদ্দুর**:বাংলাদেশে ভয়ালতম প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা ঘটায় সিডর ।২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর।

**পঞ্চা:** ঠিক তাই।আর, ও মহাসেন
**রোদ্দুরঃ** ২০১৩ সালের মে মাসের শুরুর দিকে বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণাংশে নিম্নচাপজনিত কারণে উৎপত্তি ঘটে মহাসেনের। এতেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কার্যত জনজীবন অচল হয়ে পড়ে।
**ঝর্ণা**:আর ওরা কারা?

**ছক্কা:** ওরা হল ফণী, বায়ু, হিকা, মোরা,দাস,হুদহুদ, ফেথাই, কায়ের, মহা, বুলবুল, সোবা,পবন, ও আমপান।

**রোদ্দুরঃ**সবাই তো ঘূর্ণিঝড়।

**পঞ্চা:** ঠিক তাই।তবে সাবাই এখনও ঘূর্ণিঝড় হয়ে ওঠে নি। ক্রমশ্ প্রকাশ্য ।
**ঝর্ণা**: তোমাদের উৎপত্তি কোথা থেকে?
**ছক্কা:** ব্রহ্মা হয়রান হয়ে পড়লেন সৃষ্টির কাজে। তখন বিকেল বেলাটায় প্রথম যে হাই তুললেন,

পবিত্র সেই হাই থেকে আমাদের উদ্‌ভব।
**ঝর্ণা**: আশ্চর্য।
**ছক্কা**: শুভ গোধূলিলগ্নে পিতামহ চার মুখে একসঙ্গে তুললেন চার হাই।
**ঝর্ণা**: বাপ রে। ফল হল কী।
**ছক্কা**: বেরিয়ে পড়ল ফস্ ফস্ করে ইস্কাবন, রুইতন, হরতন, চিঁড়েতন।

**পঞ্জা**: সবই নিয়ম। নিয়ম ছাড়া এ দেশে কিছু নাই।
**রোদ্দুর**: বিপদ ঘটিয়েছি তো। তোমাদের দেশে খুব সাবধানে চলতে হবে।
**ছক্কা**: একেবারে না চললেই ভালো হয়।

**রোদ্দুর ও ঝর্ণা (এক সঙ্গে): গান (তাসের দেশ)**

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত,
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।
আমরা বেড়া ভাঙি,
আমরা অশোকবনের রাঙা নেশায় রাঙি,
ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দিই,
আমরা বিদ্যুৎ।
আমরা করি ভুল।
অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে
যুঝিয়ে পাই কূল।
যেখানে ডাক পড়ে
জীবন-মরণ-ঝড়ে
আমরা প্রস্তুত॥

**ছক্কা-পঞ্জাঃ** (পরস্পর মুখ চেয়ে) এ চলবে না, এ চলবে না।
**রোদ্দুর**: যা চলবে না তাকেই আমরা চালাই।
ছক্কা: এটাই তোমাদের বিপদ ডেকে আনে।

**ঝর্ণা**:কিন্তু! কিভাবে ?

**ছক্কা**:কার্বন ডাই অক্সাইড জলবায়ুর সবচেয়ে বড় শত্রু। আর গাড়ি, স্মার্টফোনের মতো কিছু জিনিস, যা থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপাদিত হয়, সেগুলোর ব্যবহার কম করলে অর্থ খরচ কমবে, জলবায়ুর জন্যও মঙ্গল বয়ে আনবে।

**পঞ্জাঃ**তোমরা তা করনা । নিয়ম মাননা!
**ছক্কা**:মানুষ যে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করে, সেটাই পৃথিবীর তাপমাত্রার মূল নিয়ামক নয়। আমাদের গবেষণা বলছে, মানবসৃষ্ট কারণে উষ্ণতা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়লে তা পৃথিবীর অন্যান্য ব্যবস্থায়ও প্রভাব ফেলছে, এটা আরও উষ্ণতা তৈরি করছে । বিশ্ব উষ্ণায়ন ঘটছে।আবহওয়া পালটাছে।জলবায়ু বদলাছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ন মানুষের স্বাস্থ্যে সরাসরি প্রভাব ফেলছে। তাপজনিত মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, সংক্রামকের রোগের বিস্তার হচ্ছে, ডিহাইড্রেশন হচ্ছে, অপুষ্টি বাড়ছে এবং জনস্বাস্থ্যের পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

তবে কার্বন নি:সরণ কমানোর জন্য মনিটর করা এবং যাচাই করার যে প্রস্তাব জলবায়ু সম্মেলনে ভারত দিয়েছে সেটাকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবে স্বাগত জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা।

**পঞ্চাঃ**আমরাও স্বাগত জানিয়েছি।

**ছক্কা:**পরিসংখ্যান বলছে, গত এক দশকে ভারতে এসির বাজারে প্রবৃদ্ধির হার দশ শতাংশের বেশি ছিল। এছাড়া মানুষের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং এসি চালানোর মতো বিদ্যুতের জোগান থাকায় ২০৫০ সালের মধ্যে ভারতে ব্যবহৃত এসি ইউনিটের সংখ্যা একশ কোটি হয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অর্থাৎ গরম থেকে পরিত্রাণ পেতে মানুষ বিশ্বকে আরও গরম করে তুলবে। কারণ এসি তৈরিতে ব্যবহৃত উপকরণ এবং সেটি চালাতে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে উৎস, সেগুলো পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। ভারতে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের দুই-তৃতীয়াংশ আসে কয়লা আর গ্যাস থেকে। যদিও সে দেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসার বাড়ছে, তবুও আরও কয়েক দশক জীবাশ্ম জ্বালানির উপরই ভারতের নির্ভর করতে হবে, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে।আর দেখা দেবে নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

**পঞ্চাঃ** তোমরা নিয়ম মানলেই.....

**রোদ্দুর:** বেড়ার নিয়ম ভাঙলেই পথের নিয়ম আপনিই বেরিয়ে পড়ে, নইলে এগোব কী করে।

**পঞ্চা:** ওরে ভাই, কী বলে এরা। এগোবে! অম্লানমুখে ব'লে বসল, এগোব।

**রোদ্দুর:** নইলে চলা কিসের জন্যে।

ছক্কা: চলা! চলবে কেন তুমি! চলবে নিয়ম।

**গান (তাসের দেশ)**

চলো নিয়ম-মতে।
দূরে তাকিয়ো নাকো,
ঘাড় বাঁকিয়ে নাকো,
চলো সমান পথে।

**(মিউজিক)**

(দৃশ্যান্তর। সকালবেলা)

**(তৃতীয় দৃশ্য)**

**ঝর্ণা:**– মৌসুমি রেডিও টা অন করে দে তো।
**মৌসুমি**–এই যে মা (রেডিও টা অন করে)

বেতার ঘোষক – আকাশবানী মৈত্রী। এবার শুনবেন বাংলা কথিকা **ঝড়**।এটি লিখেছেন **বৃষ্টি দে।**

**মৌসুমি:** –বৃষ্টি দিদিমনির লেখা কথিকা হবে!

**ঝর্ণা:** - এই একদাম চুপ। শুনতে দে,

**বেতার ঘোষক**–সমুদ্রের উষ্ণ জলের কারণে বায়ু উত্তপ্ত হলে হঠাৎ করে ঝড়ের সৃষ্টি হয়। তখন তুলনামূলক উষ্ণ বাতাস হালকা হয়ে যাওয়ার কারণে ওপরে উঠে যায়, আর ওপরের ঠাণ্ডা বাতাস নীচে নেমে আসে। এতে নীচের বায়ুমণ্ডলের বায়ুর চাপ কমে যায়। তখন আশেপাশের এলাকার বাতাসে তারতম্য তৈরি হয়। সেখানকার বাতাসের চাপ সমান করতে আশেপাশের এলাকা থেকে প্রবল বেগে বাতাস ছুটে আসে। আর এ কারণেই তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড়ের। এর ফলে প্রবল বাতাস ও স্রোতের তৈরি হয়। যখন এই বাতাসে ভেসে ঝড়টি ভূমিতে চলে আসে, তখন বন্যা, ভূমিধ্বস বা জলোচ্ছ্বাসের তৈরি করে।সাইক্লোন, হ্যারিকেন আর টাইফুন। এই সবগুলো ঝড়। তবে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন আটলান্টিক, ক্যারিবিয়ান সাগর, মধ্য ও উত্তরপূর্ব মহাসাগরে এসব ঝড়ের নাম হ্যারিকেন। উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সেই ঝড়ের নাম টাইফুন। বঙ্গোপসাগর, আরব সাগরে এসব ঝড়কে ডাকা হয় সাইক্লোন নামে। যদি কোন নিম্নচাপ ঘন্টায় ৬২ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করে, তখন সেটি আঞ্চলিক ঝড় বলে মনে করা হয় এবং তখন সেটির নাম দেয়া হয়। কিন্তু সেটি যদি ঘন্টায় ১১৯ কিলোমিটার (৭৪ মাইল) গতিবেগ অর্জন করে, তখন সেটি হ্যারিকেন, টাইফুন বা সাইক্লোন বলে ডাকা হয়। এগুলোর পাঁচটি মাত্রা হয়েছে। ঘন্টায় ২৪৯ কিলোমিটার গতিবেগ অর্জন করলে সেটির সর্বোচ্চ ৫ মাত্রার ঝড় বলে মনে করা হয়। তবে অস্ট্রেলিয়া ঝড়ের মাত্রা নির্ধারণে ভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে।

এখন প্রশ্ন, ঝড়ের নামকরণ কিভাবে হয়? বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা আঞ্চলিক কমিটি একেকটি ঝড়ের নামকরণ করে। যেমন ভারত মহাসাগরের ঝড়গুলোর নামকরণ করে এই সংস্থার আটটি দেশ। দেশগুলো হচ্ছে: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমার, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড এবং ওমান। এসব দেশের প্রস্তাব অনুসারে একটি তালিকা থেকে একটির পর একটি ঝড়ের নামকরণ করা হয়। যেমন তিতলির নামকরণ করেছে পাকিস্তান।ফনির নামকরণ করেছে বাংলাদেশ,বায়ুর নামকরণ করেছে ভারত।
ঘূর্ণীঝড় এর ভয়াবহতা সমন্ধে আমরা কমবেশি সবাই অবগত।
সাগরে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে যখন জলের তাপমাত্রা ২৬°সে. থেকে ৩০°সে. এর ভেতরে থাকে তখন

সেখানে খুবুই দ্রুত গতীতে জল বাষ্পে পরিনত হয়ে দ্রুত গতীতে উপরের দিকে উঠতে থাকে, ফলে সেই স্থানে বায়ুচাপ বেশ হ্রাস পায়, ফলে আসেপাশের এলাকা থেকে বাতাস সেই ফাঁকা স্থানের দিকে দ্রুত বেগে আসতে থাকে, এবং বাতাস সেখানে এসে পুনরায় গরম হয়ে প্রচুর জলীয়বাস্প নিয়ে আবার দ্রুত উপরের দিকে উঠতে থাকে, আর এ প্রক্রিয়া সমানে চলতে থাকে। এখানে বলে রাখা ভালো যে সাগরের জলের এই তাপমাত্রা কমপক্ষে জলের ৫০ ফিট নিচু পর্যন্ত পৌছাতে হবে।
পৃথিবীর আহ্নিক বা ঘূর্ণন গতির ফলে বাতাস সেই স্থানের দিকে যাবার সময় উত্তর গোলার্ধের ঘড়ির কাটার বিপরীতে দিকে ঘুরতে ঘুরতে প্রবাহিত হয়ে সে স্থানে গিয়ে একটি ঘূর্ণনের সৃষ্টি করে।
আর ঐ স্থানে প্রচুর তাপ থাকার দরুন বাতাস প্রতিবার ঐ স্থানে প্রবেশ করার সাথে সাথে গরম হয়ে উপরে উঠতে থাকে এবং একপর্যায় ওখানে বাতাসের একটি ঘূর্ণীপাক সৃষ্টি হয়এবং এই ঘূর্ণীপাক এর বাতাসের গতিবেগ ও আকৃতি সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেতে থাকেএবং এটি একপর্যায়ে লঘুচাপ তারপর নিম্নচাপ, তারপর গভীর নিম্নচাপ, তারপর অতি গভীর নিম্নচাপ ও আরোও শক্তি বৃদ্ধি করে ঘূর্ণীঝড়ে পরিনত হয়। এবং এটি ঘূর্ণীঝড়ে পরিনত হবার পর সাগরে বেশি উপযুক্ত পরিবেশ পেলে এটি ভয়াবহ ঘূর্ণীঝড় বা super cyclone এ পরিনত হয়। তখন এর কেন্দ্রের আসেপাশে বাতাসের একটানা গতিবেগ ঘন্টায় ২২০ থেকে ২৫০ কিলোমিটার বা তারও বেশি হয়ে যায়। প্রতিবছর পৃথিবীতে গড়ে ৮০ টি ঘূর্ণীঝড় সৃষ্টি হয়, এবং তার ভেতরে সামান্য কটি ঘূর্ণীঝড় উপকূলে আঘাত করতে পারে। তবে যে কটি ঘূর্ণীঝড় উপকূলে আঘাত করে তার বেশিরভাগ ঘূর্ণীঝড় উপকূলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়।আমাদের দেশে সাধারনত মার্চ টু জুন ও অক্টবর টু ডিসেম্বর এর ভেতরে বেশিরভাগ ঘূর্ণীঝড় দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে।

**ঝর্ণা**: রোদ্দুর, সকাল আটটা বাজে। তুই কি উঠেছিস? নাকি ব্যায়াম করছিস?
**রোদ্দুর** : ব্যায়াম করা এই শেষ করলাম, মা। চা এনেছ তো? দাও।

বৃষ্টির লেখা কথিকা , ঝড় শুনলাম। আজকেই আবার ঝড়খালি যাব ।আমি তো কখনও ঝড়খালি যাইনি। রাস্তাটা একটু জেনে নিতে হবে, এই যা। ও হয়ে যাবে। আমার হোন্ডা সিটি নিয়ে বেরিয়ে পরলেই হবে।

**ঝর্ণা** : আজকেই! ভোলা খবর দিয়েছে?
**রোদ্দুর** : হ্যাঁ, খবর দিয়েছে। কাল রাতে খুব ভাল স্বপ্ন দেখলাম। আমি আর তুমি তাসের দেশে গিয়েছলাম। পরে গল্প করব। এখন একদম সময় নেই।

**ঝর্ণা** : পাগল ছেলে ( হাসি )

( মিউজিক )

---

(দৃশ্যান্তর। একটি গাড়ী চলার শব্দ, সেটি থামে। )

**( দৃশ্য-৪)**

**রোদ্দুর** : দাদা, বলতে পারবেন, কোন পথে ঝড়খালি যাবো?
**জনৈক (১)** : ঝড়খালি? এই তো আপনি তো ঠিক রাস্তাতেই যাচ্ছেন। সোজা এই হাইওয়ে দিয়ে চলেগেলে আপনার বাদিকে গায়ে গায়ে তিনটে পেট্রোল পাম্প যখন পড়বে। একেবারে গায়ে গায়ে। তার ডানদিক দিয়ে যে রাস্তা নেমে গেছে, সেই পথেই ঝড়খালি ।
**রোদ্দুর** : থ্যাঙ্ক ইউ, দাদা। (গাড়ি চলে) (বিড়বিড়) বাবা, তখন পাত্তা দেইনি। এখন তো দেখছি,আকাকশের কোনে জমে ওঠা কালো মেঘটা বেশ ছড়িয়ে পড়েছে! ঝড়-ফর উঠবে না তো? ঐ তো তিন-তিনটে পেট্রোল পাম্প। হ্যাঁ, ডানদিকে তো রাস্তা নেমে গেছে। এহে! বৃষ্টি নেমে গেছে। এখন এখান থেকে ফিরে যাবার কোনো মানে হয় না। এতোটা পথ। কাজ সেরেই ফিরবো। কী হবে! যাচ্ছি তো নিজের বাড়ি, পৈতৃক ভিটেতে। এখানে তো দেখছি, সব সাইকেল ভ্যানের চল। ভালো বৃষ্টি তো নেমে গেছে। মানুষগুলো ভিজছে সাইকেল ভ্যানে। নেমে পড়ি ডানদিকের রাস্তায়। বাবা! এ তো একেবারে কাঁচা রাস্তা! বৃষ্টি জোরে নামলেই তো একহাঁটু কাদা হবে। সে দেখা যাবেখন। ও বাবা! রাস্তাটা যে খোঁড়া! গাড়ি যাবে কী করে? ঐ তো কয়েকটা লোক আসছে মাথায় বড় বড় টুপি চাপিয়ে। (চেঁচিয়ে) ও দাদা, আরে, যাবো কী করে? এ যে রাস্তা খোঁড়া।
**জনৈক (২)** : আপনি কি কলকাতার সাংবাদিক বাবু?
**রোদ্দুর** : হ্যাঁ।
**জনৈক (২)** : আপনি চিন্তা করবেন নে। আমরা কটা ইট পেতি দিচ্ছি। গাড়ি চলি যাবে।

**(মিউজিক)**

**(দৃশ্যান্তর। প্রচণ্ড বৃষ্টি)**

---

**( দৃশ্য-৫)**

**ভোলা** : কষ্ট হোল আসতে, না সাংবাদিক বাবু?

**রোদ্দুর** : ভোলাদা ,তুমি আমাকে এইসব নামে ডাকবে না, তো। আমাকে নাম ধরে 'তুমি' বলেই ডাকবে।

**ভোলা** : তা কি হয়? তুমি মান্যগন্য মানুষ,রোদ্দুর দাদাবাবু। আমি নাম ধরতি পারি? আমরা হলাম মুখ্যু-সুখ্যু। কি বলো, গো আকবর দা?

**রোদ্দুর** : এই তো, ভালো সম্বোধন। রোদ্দুর দাদাবাবু। বেশ একটা পুরনো পুরনো গন্ধ আছে এই নামে।

**ভোলা**: আসলে হয়েছে কি জানো, গাঁয়ের রাস্তাটার দুপাশে তো ফসলি জমি। কিন্তু একদিকটা নীচু, আর একদিকটা উঁচু। আমাদের ঐভাবে রাস্তা কেটি জল পাস করাবার ব্যবস্থা করতি হয় গো, দাদাবাবু। তোমার হয়তো আসতে একটুস কষ্ট হলো। তারপরে এই বৃষ্টি নেমি গেলো। বছরের প্রথম বৃষ্টি। তাই খুব জোর হয়ি চলিছে।

**বেতার সংবাদ পাঠক : (রেডিও তে খবর চলছে)** .....আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর,

বঙ্গোপসাগরের উপর একটি নিম্নচাপ তৈরি হয়েছিল আর তার জেরেই আজ ভালো বৃষ্টি হয়েছে দক্ষিণের অধিকাংশ জেলা। তবে নিম্নচাপ বৃষ্টির বড় অংশ টেনে নিয়েছে প্রতিবেশী রাজ্য ওড়িশা ও ছত্তিশগড়। তবে যেভাবে মরশুমের শুরু থেকেই বৃষ্টির ঘাটতির দিন কাটছিল বঙ্গের, আজকের বৃষ্টি তাতে খানিকটা রেহাই দিল। আলিপুরে মোট বৃষ্টি হয়েছে ২৩.৩ মিলিমিটার।
তবে আপাতত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টি ধীরে ধীরে কমবে। বর্ষার কারণে মঙ্গলবার শহরের তাপমাত্রাও ছিল কম। কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নামে ৩২.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। রাতের পারদ, অর্থাৎ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কাছাকাছি। বৃষ্টির জেরে রোদের উত্তাপ মালুম না হলেও, আপেক্ষিক আর্দ্রতার দাপটে গুমোট ভাব ছিল অব্যাহত...।**(রেডিও তে খবর চলছে)...।**(সপ্তাহের প্রথম দিনেই বর্ষার চেনা বৃষ্টি দেখা গিয়েছিল শহর কলকাতায়। ভালো বৃষ্টি পায় জেলাগুলিও। বুধবারও কয়েক পশলা বৃষ্টি পাবে দক্ষিণবঙ্গ। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির দাপট কমবে বলেই মনে করছে হাওয়া অফিস। )**(রেডিও তে খবর চলতে চলতে কথা শুরু...।।)**

**রোদ্দুর** : আমি তো ভাবিইনি, এভাবে বৃষ্টি নেমে যাবে। আসার সময়ে একটু মেঘ দেখেছিলামআকাশে। পাত্তাই দিইনি।

তারপরে? সব ভালো তো, ভোলাদা? আপনারা সব ভালো তো?

**ভোলা :** হ্যাঁ হ্যাঁ, সব ভালো। এই যে আমাদের **আকবর** দা , আমাদের গাঁয়ের মাথা। আর এই যে **গণেশ**। এই তোমার জমি বাড়ি নে কথা বলবে। খদ্দের অন্য। কিন্তু ওর কথাই ফাইনাল।

**রোদ্দুর** : আচ্ছা ভোলাদা, আমাকে একটা কথা বল তো। এই আমাদের ভিটেতে কেউ কি থাকেন? বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তো। তুমি থাকো?

**ভোলা :** আমি! কী যে বলো! থাকেন তো। বড়বাবু থাকেন। তিনি তো আমাদির মদ্দি আছেন, দাদাবাবু। তিনি তো মরেননি। তাই আমরা তেনার ঘর-বার সব পরিষ্কার করি রাখি। তেনার জমি চাষ তো করিই। তবে আমি একা করিনে। পালা করি সকলে করে। আজকে **আকবর** দা করিছে। তবে সকল সময় এতোটা পরিষ্কার থাকে নে। তুমি আসবে বলি একটু বেশি পরিষ্কার করিছি। ঐ দ্যাখো, তোমার জন্যি নতুন চাদর দে বিছ্না করিছি। তুমি কেলান্ত হয়ি আসবে। যদি বিশ্রাম করো। বিছ্না করাই থাকে। বড়বাবুর জন্যি। আজকে **রোদ্দুর** দাদাবাবু জন্যি নতুন বিছ্না। যা পেরিছি, ততটুক করিছি গো।

**রোদ্দুর** : বড়বাবু মানে, দাদু? তোমরা আমার দাদুকে মনে রেখেছো এতদিন! (স্বগতোক্তি) কী আশ্চর্য! আজও জীবন রায়কে এরা ভোলেনি! আমি নিজেই তো প্রায় ভুলতে বসেছি। এ কি সম্ভব?

**ভোলা** : মনি রাখবো না! তেনারে কি ভোলা যায়, দাদাবাবু! তুমি তো জানো না। তিনি আমাদের জন্যি, আমাদির ছেলেমেয়ের জন্যি কী করেননি! ইস্কুল, ডোবা, মন্দির, নাটমঞ্চ--- কী নয়, রোদ্দুর দাদাবাবু! তিনি তো হলেন গিয়ে ভকবান। সেবার ঘূর্ণিঝড় আইলা হলো । অই যে ২০০৯ সালে।সাবাই এসে এই নাটমঞ্চ,ইস্কুলে উঠলো গো।

**রোদ্দুর** : শুনেছি , আইলার পরে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রায় আমূল পরিবর্তন এসেছে।

**আকবর** : হ্যাঁ গো, রোদ্দুর দাদাবাবু ।কারণ ঘূর্ণিঝড় আইলার রেশ কেটে গেলেও তার ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে দক্ষিণাঞ্চলের ব্যাপক এলাকায়। পুকুরে মিটিজলের বদলে লোনাজল। ফলে পানীয় জলের সংকট এখন নিত্যদিনের ঘটনা। লোনা জলের আগ্রাসনে জমিতে উৎপাদন কমে গেছে। বছরে যেখানে দুবার কি তিনবার ফসল চাষ করা যেত, এখন সেখানে মাত্র একবার ফসল চাষ

করা যায়। অনেক এলাকায় মানুষ বিকল্প পন্থায় বাঁচার চেষ্টা করছে: মুরগি পালার বদলে মানুষজন হাঁস পালন শুরু করেছেন।আইলার এক বছর পরও বিভিন্ন বাঁধের ভাঙন মেরামত না হওয়ায় জলবন্দী হয়ে পড়েছে বিপুল এলাকার মানুষ। কোনো কোনো গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গেছে নদীর জল। অনেকে জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলে গিয়ে বাঘের হাতে মারা পড়ছে। লোনা জলের আগ্রাসনে খাবার জল দুষ্প্রাপ্য হয়ে পড়েছে অনেক এলাকায়। এমনকি মানুষ অনুপাতে নলকূপের সংখ্যাও নিতান্ত কম।

**রোদ্দুর :** ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ – প্রবল বর্ষণে দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের রাজধানী চেন্নাই হাবুডুবু খেয়েছে।

**আকবর :** এক দিকে বন্যা আর একদিকে জল নেই।

**রোদ্দুর :** তাইতো। ২১ এপ্রিল, ২০১৬ – ভারতের ১০টি রাজ্যের ৩৩ কোটি মানুষ, বা, প্রায় ২৫% জনসংখ্যা তীব্র খরায় ধুঁকেছে। এই সব অঞ্চলের জলাধারগুলির জল প্রায় তলানিতে। সবচেয়ে বেশি বিপন্ন কৃষক সম্প্রদায়। পানীয় জল না হয় দূর থেকেও রেলের ওয়াগনে চাপিয়ে খরা-পীড়িত অঞ্চলে নিয়ে আসা যায়, কিন্তু চাষের জল কোথা থেকে আসবে? মাঠ তো একেবারে ফুটিফাটা।

এরপর ২১ আগস্ট, ২০১৮ – কেরালার ভয়াবহ বন্যার জন্য প্রকৃতির পাশাপাশি মানুষকে দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪০০ মানুষ।

আবার দেখ,১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ – ভারতের উত্তরাঞ্চলীয় রাজ্য হারিয়ানায় একটি মাঝারি আকারের ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লিতে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় মণিপুর রাজ্যে শক্তিশালী ভূমিকম্পে ছয়জন নিহত ও অন্তত ১০০ জন আহত হয়েছেন। ভারতের কয়েকটি রাজ্য ছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল ও মিয়ানমারেও অনুভূত হয় এ ভূমিকম্প। আবার ২ জুলাই, ২০১৯ – অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মুম্বাই, বস্তুত মুম্বাই ও তার আশেপাশে যে পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়েছে, ২০০৫ সালে সেখানে ভয়াবহ ও বিধ্বংসী বন্যার পর তা আর কখনও হয়নি।১ অক্টোবর, ২০১৯ – ভারী বৃষ্টিপাতের জেরে সৃষ্ট বন্যা থেকে বিহারের রাজধানী পাটনাসহ আরও ১২ জেলা বন্যার কবলে।

**আকবর :** –এবছর পুরো এপ্রিল মাস এবং মে মাসের প্রথম দশ দিন জুড়ে যে তীব্র দাবদাহে পুড়েছে।

**ভোলা –**এপ্রিল মাস এবং মে মাসে কেনে?জুন জুলাই মাসেও সেরকম বৃষ্টি হয়নি,

**রোদ্দুর :** – ঠিক।এ রাজ্যে আম বাঙালির স্মরণকালে তা ঘটেনি। কলকাতায় পারদ চড়েছে রেকর্ড মাত্রায়। প্রায় ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কালবৈশাখীর দেখা নেই ।

**ভোলা--**কিছুদিন ধরেই আমরা সবাই অনুভব করছি , আমাদের চেনা ঋতু গুলো কেমন যেন পাল্টি যাচ্ছে।

**রোদ্দুর :** ভোলাদা, তোমার অনুভব একদম ঠিক।

**আকবর :** –উত্তর বঙ্গে বৃষ্টি তো দক্ষিণ বঙ্গে বৃষ্টিনেই।

**রোদ্দুর** : – চেরাপুঞ্জি বৃষ্টিহীন । আবার বন্যায় ভাসছে মরু-শহর রাজস্থান। লন্ডন শহর কখনো গরমে হাঁসফাঁস করছে, কখনো বর্ষার জলে হাবুডুবু কিংবা তুষারপাতে বিপর্যস্ত সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তন ঘটছে। উষ্ণতা বাড়ছে সমুদ্রতলের। এগুলো আমাদের সকলেরই জানা ।

**আকবর** : আমাদের অভিজ্ঞতা দিয়েও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি ।১৫ থেকে ২০ বছর আগেও ঝিলের ধারে শীতকালে যত পরিযায়ী পাখি আসতো, আজ তা আসছে না।

**রোদ্দুর –** পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের ফল। যদিও বিরূপ আবহাওয়াজনিত একক কোনো ঘটনা সুনির্দিষ্টভাবে জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে না, তবে মানুষের কর্মকাণ্ড কীভাবে জলবায়ুকে প্রভাবিত করবে– এ বিষয়ে যেসব আভাস রয়েছে। তার সঙ্গে উষ্ণ তাপমাত্রা, অতি ভারী বৃষ্টি এবং ধীরে অগ্রসরমান বায়ু প্রবাহসহ চরম আবহাওয়ার ক্রমবর্ধমান মাত্রা ও তীব্রতার বিষয়গুলো অনেকটাই মিলে যায়।

**ভোলা :** ওরে ময়না, রোদ্দুর দাদাবাবুর জন্যি একটু চা নে আয়। বরষা পরিছে না! দাদাবাবু একটু চা বেশি খায় যে।

**রোদ্দুর :** ভোলাদা, তুমি মনে রেখেছো, আমি চা বেশি খাই! (স্বগতোক্তি) এমেজিং!

**ভোলা :** কিছু বলছো, রোদ্দুর দাদাবাবু ?

**রোদ্দুর :** না না, ভোলাদা, কিছু বলছি না।

**ভোলা :** তাহলি দাদাবাবু, এবারে দামাদামির কাজটা সেরি ফেলি? কী বলো?

**রোদ্দুর :** কী-ই বা বলবো! দ্যাখো, দামাদামির কী আছে! তুমি যা ফাইনাল করবে, সেটাই হবে। আমি শুধু শুনবো, আর মত দিয়ে মাকে গিয়ে জানিয়ে দেবো। ব্যস। আমার কাজ শেষ। তবে এই ভিটে কিন্তু আমি বেচবো না। আর সব বিক্রি। তুমি ঠিক করো। আমি বরং চা খাই।

**ভোলা :** আমারে গুরু দায়িত্ব দেলে তুমি! ঠিক আছে।

(মিউজিক)

(দৃশ্যান্তর। বৃষ্টি চলে)

**( দৃশ্য-৬)**

**ভোলা :** রোদ্দুর দাদাবাবু, সব ভালোয় ভালয় তো মিটলো। কিন্তু এই বৃষ্টি তো থামবে নে, মনি হচ্ছে। তোমারে তো এর মদ্দি ছাড়তে পারিনে।

**রোদ্দুর** : আমিও তো তাই ভাবছি, ভোলাদা। কী করি, বল তো?

**ভোলা** :গিন্নি মা-রে একটা ফোন করি দাও। বলি দাও সব কথা। পূর্বপুরুষের ভিটেতে একটা

রাতকাটিয়ে যাও। বড়বাবু একটু সুখ পাবেন। বাড়ি না হয় আছে, কিন্তু আবার কবে আসবে, তার তো ঠিক নেই! আমি ততক্ষণে তোমার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করি। কিন্তু এই বাড়ি ফেলি রেখি কী হবে, বুঝলাম না।

**রোদ্দুর** : তুমিই তো বললে, এখানে আমার দাদু থাকেন। তাকে কি বেচা যায়! আমি মাকে ফোন করে দিচ্ছি।

**ভোলা:** দাঁড়াও, দাঁড়াও। ছাতাটা মেলি আগে। আসতে চলো। পড়ি যাবে।

(মিউজিক)

**( দৃশ্য-৭)**

(দৃশ্যান্তর। শেষরাত। চারদিকে ব্যাং ডাকছে, ঝিঁঝিঁ ডাকছে। এক অপূর্ব পরিবেশ)

**রোদ্দুর** : অপূর্ব দৃশ্য! নাইস। জানলায় দাড়িয়ে এই দৃশ্য দেখা --- ঝিঁঝিঁ আর ব্যাংএর কলতান, ঝকঝকে সদ্যস্নাত গাছপালা, সব তো অভিসারে বেরিয়েছে! আমি তো ভাবতেই পারিনি।

**গান**-খর বায়ু বয় বেগে,
চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল,
আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো॥
শৃঙ্খলে বারবার
ঝন্‌ঝন্‌ ঝংকার,
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দুর্বার
সহ্য না হয় আর,
টলমল করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
গণি গণি দিন খন
চঞ্চল করি মন
বোলো না, যাই কি নাহি যাই রে।
সংশয়পারাবার
অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগ তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত,

তালে তার দিয়ো তাল,
জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

**ভোলা :** ভোর হয়ে গেল রোদ্দুর দাদাবাবু। তুমি দাঁড়াও,তোমারে একটু চা দিই। তুমি চোখ-মুখটা ধোও।

( মিউজিক )

---

(দৃশ্যান্তর)

**( দৃশ্য-৮)**

**ঝর্ণা** : কী রে রোদ্দুর? তুই যে ঝড়খালি থেকে এসে একেবারে চুপ করে গেলি! কিছু বলবি তো। কাজ-কম্মো হলো না? আট্‌কে গেলো নাকি? কেউ কি বাধা দিল? তোকে তো এমন গম্ভীর দেখি না রে। আমার তো বুক কাঁপছে।
**রোদ্দুর** : মা, একটা কথা বলো তো। আমরা যদি ঝড়খালি চলে যাই, তোমার কি খুব কষ্ট হবে?
**ঝর্ণা** : ঝড়খালি! সে কি রে! এই বাড়ি-ঘর ছেড়ে! আর তোর কাজ? তোর এত সব কাজ ছেড়ে ঐ গণ্ডগ্রামে তুই পারবি? কেন যাবি?
**রোদ্দুর** : বাবা এখানে নেই, মা। বাবা ঝড়খালিতে শিফ্‌ট করে গেছে। দাদু আছে যে ওখানে। ভোলাদা দের বড়বাবু। ওদের এই সম্বোধনগুলো আমাকে রবিঠাকুরের, শরৎচন্দ্রের যুগে নিয়ে ফেলেছে, মা। বড়বাবু, বাবু, গিন্নী মা, দাদাবাবু! অদ্ভূত! এমেজিং! আমি তোমাকে বলে বোঝাতে পারবো না, মা। ওখানে একটা ভোর দেখেছি আমি। দারুন একটা ভোর। আমি কোনদিন দেখিনি। কোন পারিবেশ দুসন নেই। আমার ঐ ভোরটা চাই, মা। তুমি যাবে? ওখানে তোমার কোনো কষ্ট হবে না, মা। আমি কষ্ট পেতেই দেবো না। ( ঝর্ণা কেঁদে দেয়) কেঁদো না, মা। আজকের দিনে কাঁদতে নেই। এখানে তো অনেক করলাম। অনেক অর্থ তো উপার্জন হলো। এবার ঋণ শোধ, মা। যাবে?
**ঝর্ণা** : আমার আর কে আছে, বল! তুই ছাড়া? তোর যেখানে মন, সেখানেই আমার আরাম। তুইযাবি বলেছিস, তো চল। ঝড়খালিতেই চল।
**রোদ্দুর** : আমি না, মা, একটা অন্যায় করে ফেলেছি। ভাবাছিলাম, জমি-জমা সব বেঁচে দিয়ে বাড়িটা ভোলাদা দের দিয়ে আসবো। কীভাবে ঐ বাড়ি ওরা রক্ষা করছে, তুমি বিশ্বাস করবে না। কিন্তু পারলাম না, মা। আমরা যে ওখানে গিয়ে থাকবো। খুব পাপ হলো, না? হয়নি? তুমি বলছো? তাহলে এবারে খেতে দাও মা। খেয়েদেয়ে একটা ঘুম দিই। অনেকদিন ভালো করে ঘুমোইনি। তুমি মাথাটায় একটু হাত বুলিয়ো। আমি ঘুমোই। কেমন?

**(মিউজিক)**

---